Climate Change and Global Warming (2018 --- 2019)
Episode 44: Ecological Impact : On forest , Natural resources, etc …..
রচনা: সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের পক্ষ থেকে অনুপমা সেনগুপ্ত।

চরিত্র :
বিকাশ বাবু ও সুস্মিতা দেবী (বয়স্ক মানুষ ও স্বামী, স্ত্রী), রোহন ও তার দুই সহপাঠী কবীর ও বিমান এবং গাইড টিচার বিনোদ প্রধান স্যার, ড্রাইভার সংবি থাপা এবং অধ্যাপিকা নীতাসাংমা ও বেয়ারা।

১ম দৃশ্য

ভাষ্যঃ — দিনটা ছিল মঙ্গলবার, ৩রা ডিসেম্বর ২০১৯ এর সন্ধে বেলা। বিকাশ বাবু তাঁর বসার ঘরে টিভিতে খবর শুনছেন। শুনতে শুনতে তাঁর চোখে মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে উত্তেজনার ছাপ। কিন্তু কি ছিল সেই খবরের বিষয়বস্তু, যা শুনে বিকাশ বাবু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, আসুন আমরাও একটু জেনে নি সেই খবরের অংশ বিশেষ।
টিভি – আজ, মাদ্রিদ থেকে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে যে, স্পেনের রাজধানীতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠক শুরু হয় সোমবার ২রা ডিসেম্বর ২০১৯। তৃণমূল স্তর থেকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান উঠে আসে সেখানে। সেই দিনেই আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্সফ্যাম তাদের সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে আঙুল তুলেছিল ধনী দেশগুলোর দিকে। রিপোর্ট বলছে, গত এক দশকে পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার পিছনে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন। বছরে প্রায় দু'কোটি মানুষকে ঘর ছাড়তে হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে। রিপোর্ট এটাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, এখন পৃথিবীতে সংঘর্ষ-হানাহানির কারণে যত মানুষ স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হন, তার তিন গুণ বেশি বাধ্য হন জলবায়ুগত কারণে। ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের মতো বিপর্যয়ের চেয়ে সাত গুণ বেশি স্থানান্তরিত হয় জলবায়ু বিপর্যয়ের জেরে। প্রতি দু'সেকেন্ডে এখন এক জন করে মানুষ পৃথিবীর কোথাও না কোথাও হয় হারিকেন-সাইক্লোন, নয় দাবানল বা অন্য কোনও বিপদের মুখে ঘর ছাড়ছেন।
এ দিনের বৈঠকের উদ্বোধনী বক্তৃতায় রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেসও বলেন, ''জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে সভ্যতাই যখন সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন 'আশা' এবং 'আত্মসমর্পণ'-এর মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া ছাড়া মানবজাতির কাছে আর কোনও উপায় নেই।'' পরিবেশ সচেতনতার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে যে ভাবে বেপরোয়া হয়ে মানুষ নানা কুঅভ্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে চলেছে, তা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।
বিকাশ— সত্যি, মানুষের যেন হুঁস আর হবে না। বেপরোয়া, বেপরোয়া, বড্ড বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সব, এ যেন নিজের হাতে নিজেদের কবর খুঁড়ছে। জীবকূল ও জড়জগতের পারস্পরিক বন্ধনে ফাটল ধরিয়ে কত প্রাণীদেরও বাস্তুচ্যুত হওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে ।

(তারমাঝে দূর থেকে বাজি ফাটার আওয়াজ, সঙ্গে ব্যাণ্ডপার্টির ড্রাম ইত্যাদির শব্দ, ... ক্রমশ সে শব্দ কাছে এগিয়ে আসছে)

বিকাশ — আরে, এই সন্ধ্যেবেলা এ আবার কি শুরু হল! উফ্ কান ঝালাপালা হয়ে গেল, কই গো শুনছ, একটু এসনা এইদিকে, জানলাটা বন্ধ করে দাওতো, কই কোথায় গেলে, এত শব্দ, ক্রমশ তো বাড়ছে গো, উফ ...

সুস্মিতা – আসছি, আসছি কি হল কি .... একটু অপেক্ষা কর দিচ্ছি

বিকাশ- টিভিতে খবর শুনছি, তাও কি শান্তি করে শুনবার জো আছে, ...বাপরে, বাপ, কি আওয়াজ! কই একটু তাড়াতাড়ি এসনাগো, ...

সুস্মিতা — এই তো এসে গেছি, সত্যি এই ঘরে বড্ড জোর শব্দ .... (*কাছে এসে জানালা বন্ধর একেক্ট, আওয়াজ একটু কমল)* সত্যি বাবা, এখন তো দেখি সবেতেই বাজি আর ব্যাণ্ডের মাতামাতি, দিনদিন যেন এই উৎপাত বেড়েই চলেছে.....

বিকাশ — (*খুব বিরক্ত হয়ে*) তা এই বাজি, বাজানা টাজনার কারণটা কি, কি আনন্দে হচ্ছে এসব শুনি? কিসের উৎসব? এখন তো কোনো পুজোর ভাসানেরও সময় না, তাহলে কি কোনো বিজয় মিছিল?

সুস্মিতা — আহা, সে আমি কি করে বলব বলত কিসের জন্য এই শব্দ তাণ্ডব? আমি তো রান্না করছিলাম, রান্নাঘরে ছিলাম ; দাঁড়াও, দাঁড়াও আমি বরং বারান্দায় গিয়ে দেখে আসি ।

বিকাশ — হ্যাঁ হ্যাঁ, যাওতো যাও, গিয়ে দেখত কি ব্যাপার .....

সুস্মিতা — হুঁ, দেখছি বাবা দেখছি .... তুমি শান্ত হয়ে বস তো .....

(*নেপথ্যে ওই আওয়াজের মৃদু রেশ চলতে থাকে ; বিকাশ বাবু জোরে জোরে বলে ওঠেন,* .....)

বিকাশ — একটু আগেই 'পরিবেশ সচেতনতা'র জন্য বড় বড় মিটিংয়ের খবর শুনছিলাম, কিন্তু সত্যি কি আমরা পরিবেশ নিয়ে ভাবি?

(*নেপথ্যে ওই আওয়াজ যেন ক্রমশ কমে আসতে থাকে সুস্মিতা ঘরে ঢোকেন)*

বিকাশ — কি কি দেখলে?

সুস্মিতা — আরে এটা একটা বিয়ের ব্যাপার, ওই যে আমাদের পরের গলিতে একটা কমিউনিটি হল আছে না এই সব অনুষ্ঠান টনুষ্ঠানে ভাড়া দেয়, সেখানে যাচ্ছে, রোশনাই এর কি বাহার! আজকাল তো বাজি ফাটিয়ে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিয়ে এসব তো ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন তো এসব স্যোসাল স্ট্যাটাসের মাপকাঠি ।

বিকাশ — তা যা বলেছ। জানত, একটু আগে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় না থাকার বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকের খবর শুনছিলাম, সেখানেও কিন্তু মানুষের নেতিবাচক ভূমিকার প্রসঙ্গ উঠেছে। যেমন এই বরযাত্রীর দল, এই আনন্দ করতে গিয়ে যা করছে।

সুস্মিতা — আচ্ছা, তোমার কি মনে আছে, এই কমিউনিটি হলটা যখন তৈরি হয়, তখন কত গাছ কাটা হয়েছিল? ওই গাছগুলোতে কত কত পাখির বাসা ছিল, সব আজ হারিয়ে গেছে, বাস্তুতন্ত্রর কত পরিবর্তন হয়েছে।(ব্যাথিত স্বরে)

বিকাশ — মনে নেই আবার, খুব মনে আছে, সে সব পুরনো কথা ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়....

সুস্মিতা — থাক থাক, ওসব আর মনে করে কাজ নেই, মন খারাপ হলে তোমার আবার প্রেসার বেড়ে যাবে ..... এদিকে রাতও হল, আমি যাই তোমার রাতের খাবারটা বেড়ে আনি, ওষুধের সময় হল .....

বিকাশ – আচ্ছা রোহনদের কোনো খবর পেলে? ফোন টোন করেছে?

সুস্মিতা — না এখনো করেনি, তবে ও তো এই সাড়েনটা-দশটা নাগাদই করে,

(মোবাইল ফোন বেজে ওঠে)

সুস্মিতা — দেখ দেখ, ফোনটা ধর, মনে হয় ওরই ফোন, তাই না?
বিকাশ – হ্যাঁ হ্যাঁ ওরই ফোন, ... হ্যালো, কে রোহন? আমরা এখুনি তোর কথাই বলছিলাম, তা তোরা এখন কোথায়? সবাই ভালো আছিস তো?
রোহন — হ্যাঁ, আমরা সবাই ভালো, আর সব কাজও ভালো ভাবেই চলছে, তোমরা চিন্তা কোরোনা .... আমরা বক্সার জঙ্গলের কাজ শেষ করে দার্জিলিংয়ে সেঞ্চলে এসেছি।
বিকাশ – আচ্ছা আচ্ছা .....
রোহন — শোন, মা কে বলে দিও, আর তোমরা সাবধানে থেক, এখন রাখছি কেমন?
সুস্মিতা — ঠিক আছে রেখে দে সোনা, আমি সব শুনেছিরে বাবু, তোর বাবা ফোনটা স্পিকারে দিয়ে দিয়েছিল। তুই-ও সাবধানে থাকিস। যাক খবরটা পেয়ে শান্তি হল, নাও, চল এখন খেতে চল।
বিকাশ — হ্যাঁ, চল।

(পট পরিবর্তনের মিউজিক)

২য় দৃশ্য
(*জঙ্গলের পথ ..... সেইমত আবহ মিউজিকের এফেক্ট)*
বিনোদ — শুখনো পাতা পায়ে মাড়িয়ে পাখীর ডাক শুনতে শুনতে, গ্রেট হিমালয়ান জাতীয় উদ্যানে এক নিস্তব্ধতার মাঝে হাঁটার কিন্তু একটা আলাদা আমেজ, তাই না?
কবীর — (একটু নি:স্পৃহ ভাবে উত্তর দেয়) হুঁ, হ্যাঁ স্যার .....
বিনোদ — এই GHNP এর নিচ থেকে উচ্চতার ধাপে ধাপে দেখা মেলে ব্লু পাইন, সিডার, স্পার ও ফার জাতীয় পাইনের।
রোহন — (নি:স্পৃহ ভাবে উত্তর) হ্যাঁ, ...
বিনোদ – কি ব্যাপার বলত, অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি যে, জুওলজিক্যাল পার্কের চিড়িয়াখানা থেকে বেরোনোর পর থেকেই তোমাদের মুখ গম্ভীর; গাড়িতেও সব কথা বলছিলে না, কি হয়েছে ? রোহন, কবীর, বিমান সব কি ব্যাপার, হল কি তোমাদের? পাহাড়ের পথে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত লাগছে?
রোহন – নাহ্ না স্যার সে রকম কিছু না ....
বিনোদ — তাহলে এত চুপচাপ কেন সবাই? আরে কেউ কিছু বলছ না কেন?
থাপা – (নেপালী টান কথায়) আমি জানে স্যার ইনকো কেয়া হুয়া, বলেগা স্যার?
বিনোদ – আরে সে কি !! তুমি জান, বেশ বেশ, তুমিই বল .....
থাপা — ওহি তবসে, যব চিড়িয়িখানার ডিরেক্টর রাজেন্দ্র জাখর সাহাবনে বোলা যে এখোন তো অভি অভি ওই লাল পাণ্ডার বাচ্চা দুটোর কাছে যাওয়া যাবে না, ছবি তোলার পারমিশন না আছে, তব সে আমি দেখছি বাবুদের মনটা একদম মরে গেছে, তখন থিকে বুলি একদম বনধ্ ।
বিনোদ – এ্যাঁ সে কি !! হা হা হা ..... কি আশ্চর্য, (হাসতে হাসতে) তোমরা তো একেবারে বাচ্চাদের মত behave করছ হা হা হা .....
কবীর — (ইতস্তত করে) না, না, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, মানে ওই আরকি, আসলে ছবি না তুলতে পেরে খুব হতাশ লাগছিল।
বিমান – হ্যাঁ স্যার, মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছিল ।

রোহন – সে-ই; তবে চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর যে, ওই শাবক দুটিকে অন্তত ৩ মাস বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আর সেটা একেবারে যথাযথ হয়েছে সেটাও বুঝি স্যার। তবুও ...,

বিনোদ – সে-টা-ই, জানই তো, আসলে প্রা-য় বিলুপ্ত হতে–চলা রেড পান্ডাকে ক্যাপটিভ ব্রিডিং সেন্টারে সফল প্রজনন ঘটিয়ে, গোটাবিশ্বে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্কের চিড়িয়াখানা নিজের পরিচিতি করে নিয়েছে। এই চিড়িয়াখানার দৌলতেই তো দার্জিলিঙের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ফিরে এসেছে বিরল প্রজাতির রেড পান্ডা। নতুন দুই অতিথির আগমনে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি প্রকৃতিপ্রেমী থেকে বনকর্তারা। দার্জিলিঙের জঙ্গলে আবার রেডপান্ডা ফিরবে বলে আশাবাদী তাঁরা।

কবীর — স্যার, লাল পান্ডা (Ailurus fulgens), যা ক্ষুদ্র পান্ডা এবং লাল বিড়াল রূপী ভাল্লুক নামেও পরিচিত তা হল একটি ছোট প্রাণী যাদের প্রধানত দেখা মেলে হিমালয় অঞ্চলে এবং দক্ষিণ চিন অঞ্চলে। তাইত স্যার?

বিনোদ — ঠিক, কিন্তু এই প্রজাতিটি আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘের বিচারে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে মনে করা হয়।

বিমান — কেন স্যার?

বিনোদ — এর কারণ হল এদের সংখ্যা ১০,০০০ এরও অনেক কম বলে ধরা হয়। এদের সংখ্যা কমে আসার প্রধান কারণ গুলো হল বাসস্থানের ক্ষতি হয়ে এদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, চোরাশিকারীর উৎপাত, প্রজননের বিষন্নতা ইত্যাদি। যদিও সব দেশে লাল-পান্ডারা তাদের বাসস্থানের পরিসীমার মধ্যে দেশীয় আইন দ্বারা সুরক্ষিত থাকারই কথা।

রোহন — চোরাশিকারীর উৎপাতের ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু 'বাসস্থানের ক্ষতি হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া' এইটা কেন?

বিনোদ — আরে, এরা তো অরণ্যনির্ভর ও শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রাণী, কিন্তু তাদের পরিবেশ যদি ক্রমশ পাল্টে যায় তাহলে তারাও তাদের বাসস্থান বদল করতে বাধ্য হবে, আর সেটাই তো ঘটছে।

কবীর — হ্যাঁ স্যার, আর এই অবস্থার জন্য দায়ী তো গাছকাটা বা অরণ্যধ্বংসর মত ঘটনা তাই না স্যার?

বিনোদ — ঠিক তাই। এই গাছকাটা বা অরণ্যধ্বংসর মত ঘটনা সরাসরি প্রভাব ফেলে স্থানীয় জলবায়ু ও মানুষের চারপাশের বাস্তুসংস্থানের ওপর। ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্যা প্রতিরোধ করা ছাড়াও টিম্বার এবং ওষধি জাতীয় গাছের উৎস হিসাবে অরণ্যর ভূমিকা অনেক। এছাড়া, নির্বিচারে গাছ কাটার জন্য বাদাম, ফল ও বহু দুষ্প্রাপ্য গাছের বীজ হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

বিমান — যার ফলে সেখানকার সব জীব ও জড়ের মধ্যে থাকা তালমিল আর বজায় থাকছে না।

বিনোদ — ঠিক বলেছ। আরে, অরণ্য আর জলবায়ুর সম্পর্ক তো একদিনের না, তাই জোর করে সে সম্পর্ক ছিঁড়তে গেলে বড়সড় গোলমাল তো দেখা দেবেই। শুধু তাই নয়, পরিবেশবিদদের বক্তব্য, এভাবে চললে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে আর সেই কারণেই তো শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রাণীরা পাহাড়ে আরও উঁচু এলাকার দিকে সরে যাচ্ছে। যেমন জলবায়ুগত কারণে মানুষও স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে ।

রোহন — হ্যাঁ স্যার, একবার একটা ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের মতো ভূপ্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চেয়ে সাত গুণ বেশি মানুষ স্থানান্তরিত হয় জলবায়ু বিপর্যয়ের জেরে। সেই

সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছিল যে প্রতি দু'সেকেন্ডে এখন এক জন করে মানুষ পৃথিবীর কোথাও না কোথাও হয় হারিকেন-সাইক্লোন, নয় দাবানল বা অন্য কোনও বিপদের মুখে ঘর ছাড়ছেন। বছরে প্রায় দু'কোটির মত মানুষকে ঘর ছাড়তে হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে।

কবীর — তাহলে তো অন্যান্য প্রাণীদের অবস্থা আরও করুণ .....

বিনোদ — এবার বুঝতে পারছ তো যে, বাস্তব অবস্থাটা এখন কি দাঁড়িয়েছে.....

বিমান — এতো ভয়ানক ব্যাপার স্যার .....

বিনোদ — হুঁ, যেমন ধর, এই লাল পাণ্ডারা প্রথমে বক্সা-র জঙ্গল ছেড়ে চলে গিয়েছিল দার্জিলিঙের সেঞ্চলে। কিন্তু সেখানেও টিঁকতে পারছেনা তারা। তাই লালপান্ডা ও মোনাল ফেজান্টের মতো প্রাণীরা সিঙ্গালিলা জাতীয় পার্কে উঠে গিয়েছে বলে বনদফতরের অফিসার এবং পরিবেশবিদদের একাংশ জানিয়েছেন। তাঁরা আরো বলেছেন যে তারসাথে হারিয়ে যেতে বসেছে বেশ কিছু কীট-পতঙ্গ এবং আরো কত বনজ সম্পদ। তাইতো আজকাল বলা হয় "**ফুল ফুটছে আগে, জীবনযাত্রা বদলাচ্ছে প্রাণীদেরও"।** তার জেরে ফুলের উপর নির্ভরশীল পোকা ও পাখিদের জীবনচক্রে পরিবর্তন আসছে। আবার, পাহাড়ে চাষের ক্ষেতে অজানা আগাছা ও অজানা পোকার সংখ্যা বৃদ্ধিও লক্ষ্য করা গেছে।

থাপা – বাপরে বাপ্, এত্ত কিছু আছে ... তাই সাব আজকাল জঙ্গলে ওই লালপাণ্ডার কোনো হদিশ কিঁউ মিলেনা অভি সমঝমে আয়া সাহাব। 'ঠাণ্ডা আউর পাণ্ডা' একসাথ গায়েব!! *(সকলের হাসি)*

বিনোদ — জানত, এ সমস্যা শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর অন্য অনেক দেশ আজ এই সমস্যার সম্মুখীন। একবার এক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাক্তন বনকর্তা ও পরিবেশবিদ প্রণবেশ সান্যাল বলেন, "শুধু ভারত নয়, অস্ট্রেলিয়াতেও এই ধরনের সমস্যা দেখা গিয়েছে। উষ্ণায়ণের জন্য সেখানে পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়ছে, আর সেখানে উঁচু পাহাড় না থাকার কারণে কোয়ালা-সহ বেশ কয়েক ধরনের প্রাণী বিপন্ন হয়ে পড়েছে "

কবীর — স্যার, শুধু তো পাহাড়ি এলাকা নয়, এই বাস্তুসংস্থানের ওপর পরিবেশের প্রভাব তো আমাদের সুন্দরবনের ওপরও পড়ছে, পরিবেশবিদদের একাংশ বলছেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বেড়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সুন্দরবনের মাটি ও জল অতিরিক্ত লবণাক্ত হয়ে পড়ছে; সমস্যা দেখা দিচ্ছে বাঘ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে; আর সেই কারণেই বাঘ ইদানীং লোকালয়ে সরে আসছে। আর, মাটি ও জলে লবণের পরিমাণ বাড়লে গাছের ক্ষতি হয় তাই এ ভাবেই সুন্দরবন থেকে সুন্দরী, গোলপাতা গাছ হারিয়ে যেতে বসেছে।

বিমান — আচ্ছা সামনেই তো বিশ্ব অরণ্য দিবস আসছে তাই না?

বিনোদ — হ্যাঁ ২১শে মার্চ। আর হিমালয়ের তুষার চিতা, ব্রহ্মকমল, নীল অর্কিড, তুন্দ্রা অঞ্চলে ভালুক (পোলার বিয়ার) বা গ্যালাপাগোস দ্বীপের উভচর সরীসৃপ ও ইগুয়ানা এবং ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অনেক প্রজাতির এন্ডেমিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাস্তুতন্ত্র আজ বিপন্ন, নিজেদের বাসভূমি থেকে এরা উৎখাত হলে পৃথিবী থেকেই এরা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এই সংকটের বিষয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়াতেই তো ২১ মার্চ বিশ্ব অরণ্য দিবস পালন করা হয়।

থাপা – রোহন ভাই, একটা বাত পুঁছু? ইয়ে 'বাঘ' তো শের আছে, ভালু ভি সমঝমে আতা হ্যায় লেকিন উও জো বোলা না 'কোয়ালা' 'ইগুয়ানা' আউর সব কেয়া, উও কেয়া হ্যায়, ক্যায়সা হোতা হ্যায়, হামি কভি নেহি দেখা ।

রোহন — *(হাসতে হাসতে)*ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে ওদের ছবি দেখাব, তবে এখানে তো ইন্টারনেট কানেকশন পাব না, তাই হোটেলে ফিরে গিয়ে দেখিয়ে দেব, কেমন?

থাপা — বহত আচ্ছা , বহত আচ্ছা .....

বিনোদ — আরে, হোটেলের কথায় মনে পড়ে গেল, এবার তো ফেরা দরকার, সন্ধ্যে ছটায় তো আমাদের শ্রীমতি নীতাসাংমা র সঙ্গে মিটিং আছে ....

বিমান — হ্যাঁ স্যার, তাহলে তো আর আধঘন্টার মধ্যে আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে পড়া উচিত

রোহন — একদম চিন্তা করবেন না স্যার, আমাদের তো থাপা আছে, দি গ্রেট সংবিথাপা, দেখবেন ঠিক সাড়ে পাঁচটার মধ্য হোটেল পৌঁছে দেবে..... কি পারবেনা থাপা?

থাপা — জরুর, জরুর পারব, একদম পাক্কা সাহাব ..... (খুব খুশির সুরে)...

বিনোদ — ইন্টারেস্টিং, থাপার উৎসাহ দেখে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে!

থাপা – থ্যাঙ্ক ইউ সাব থ্যাঙ্ক ইউ, আসলি বাত হল, আমি বহত ট্যুরিস্ট লোকদের নিয়ে ঘুরেছি, লেকিন আপলোগ কুছ অলগসে আছেন, আউর এহি বাত আমার ভি ভাল লাগছে ।

কবীর — তাই ? তা, কি আলাদা দেখলে আমাদের মধ্যে একটু শুনি .....

থাপা — আছে আছে, বহতসি চিজ অলগ আছে। সব লোক তো খালি ঘুমনে আউর শপিং করনে আতা হায়, বহত সারা পিকচার/সেলফি লেতা হায়, পিকনিক করতা হায় ব্যাস আর কুছ নেহি.....

বিমান — আর আমরা?

থাপা — আপলোগ? (হাসতে হাসতে) আপনাদের তো চা পিনেকে লিয়ে ভি টাইম নেহি হায়, আপলোগ তো পাহাড়, পেড়-পৌদ, জানোয়ার, মৌসম, পর্যাবরন আউর কেয়া কেয়া সব বলতে হো, ডায়েরিমে ভি নোট করতে হো .....

বিনোদ — (থাপার পিঠ চাপড়ে দিয়ে),আরে কেয়া বাত, কেয়া বাত!! সত্যি তুমি এতকিছু নজর করেছ? তাহলে তো এটাও বলতে হয় যে,অন্য ড্রাইভারদের থেকে তুমিও যথেষ্ট আলাদা।পার্কিং-প্লেসে অন্য ড্রাইভারদের সঙ্গে আড্ডা না দিয়ে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কাটালে, তোমার তারিফ না করে পারছিনা।

রোহন — ঠিক বলেছেন স্যার, তবে স্যার, আমি থাপাকে ধন্যবাদ দেব চায়ের কথাটা বলার জন্য কারন .....

সকলে — ইয়েস স্যার, আমরাও ধন্যবাদ দেব কারন, আমাদের চা-তেষ্টা পেয়েছে, ... (হাসি)

বিনোদ — একদম ঠিক, একদম ঠিক, চল চল, সব পার্কিং-প্লেসের দিকে চল, ওখানে বসে চা খেয়ে নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরব ।

(পট পরিবর্তনের মিউজিক)

(*হোটেলের সামনে জিপ এসে দাঁড়াল, এফেক্ট)*

থাপা – লি জিয়ে সাব, হামলোগ আগিয়া, হোটেল পৌঁছ গিয়া
বিনোদ স্যার — থ্যাঙ্ক ইউ থাপা, থ্যাঙ্ক ইউ,..... নাও, সবাই এবার একটু ফ্রেশ হয়ে এস রুম থেকে, আধঘন্টার মত সময় আছে আমাদের হাতে। আমি রিসেপসনে শ্রীমতি সাংমার আসার কথাটা আর কনফারেন্স রুমটা খোলার কথা বলে রাখি। আমরা আবার ঠিক ছটার সময় এই লাউঞ্জে মিট করছি, কেউ দেরী কোরোনা কেমন?

সকলে —ইয়েস স্যার ।

বিনোদ —থাপা, তুমিও পারলে চলে এস, আমাদের আলোচনা তোমারও ইনটারেস্টিং লাগতে পারে, আর বেশ কিছু ছবিও দেখতে পাবে।

থাপা — জরুর আয়গা সাব, আমি জরুর আসবে, জরুর আসবে ।

(পট পরিবর্তনের মিউজিক)

৩য় দৃশ্য

(বিনোদ স্যার, কবীর, বিমান, রোহন লাউঞ্জে বসে কথা বলছেন , মৃদু মিউজিক বাজছে, ম্যাডাম এখনও আসেননি , স্যার তাই একটু উদ্বিগ্ন । একটু পরেই বেয়ারা এসে খবর দেয় যে রিসেপশনে প্রোফেসর নীনা সাংমা এসে গেছেন)

বিনোদ – দেখেছ, এখানে কিন্তু অনেক বোর্ডার আছেন
বিমান – হুঁ স্যার, তাইতো দেখছি , মনে হচ্ছে হোটেল ফুল-বুকড ।
বিনোদ – কিন্তু থাপার কি হল? থাপা কোথায়?
কবীর — চিন্তা করবেন না স্যার, ও ঠিক এসে যাবে। ওর যা আগ্রহ .....
বেয়ারা – গুড ইভিনিং সাহাব, আপনাদের গেস্ট এসে গেছেন, ওনাকে কি এখানে নিয়ে আসব?
বিনোদ — ইয়েস ইয়েস, নিয়ে এস, নিয়ে এস ওনাকে, আমরা একসঙ্গে কনফারেন্স রুমে যাব। আর আমাদের সকলের জন্য কফি, ও কিছু স্ন্যাক্স পাঠিয়ে দিও .....

বিনোদ — গুডইভিনিং, আসুন, আসুন, ম্যাডাম নমস্কার, নমস্কার .....

নীনা — গুডইভিনিং বিনোদজি নমস্তে জি নমস্তে .....

(অন্যরাও সৌজন্য বিনিময় করবে)

বিনোদ — (সকলের সঙ্গে আলাপ,সৌজন্য বিনিময় করালেন) চলুন আমরা কনফারেন্স রুমে যাই।

(কনফারেন্স রুমে মনোরম বাতাবরণ, হাল্কা মিউজিক, মৃদুস্বরে কথাবার্তা চলছে,)

নীনা — আপনাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছি যে আজ সকালটা আপনারা ভালই enjoy করেছেন আবার বর্তমানের climate crisis বা climate emergency নিয়েও চিন্তিত।

বিনোদ — বাহ্ আপনি তো 'জলবায়ু পরিবর্তন' না বলে 'জলবায়ু-সঙ্কট' এবং 'জলবায়ুর-জরুরি অবস্থা' শব্দ ব্যবহার করে এর গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিলেন ।

নীনা — হ্যাঁ, কারণ সমস্যাটা তো আর ভবিষ্যতের সমস্যা নেই, আমাদের বর্তমান জড়িয়ে গেছে এর সঙ্গে। আমরা তো সঙ্কটের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছি। তাই একটু চিন্তা করে দেখুন, 'গ্রীনহাউস গ্যাস এমিশন' না বলে সরাসরি 'কার্বন এমিশন' বললে বা 'বায়োডাইভারসিটি'র পরিবর্তে 'ওয়াইল্ড লাইফ' অথবা 'ফিস-স্টক' এর বদলে 'ফিস-পপুলেশন' শব্দবন্ধ ব্যবহার অনেক বেশি কার্যকর, কেননা এই কথাগুলি একেবারে পিন-পয়েন্টে গিয়ে আঘাত করে এবং আমাদের সমস্যা ও জীবন-যাত্রার ধরণ ধারণের দিকে সরাসরি আঙ্গুল তোলে। রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়ে দিয়েছে, যেভাবে আমরা জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভর করে এতদিন চলেছি তেমন করে চললে ৩ ডিগ্রী তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ আর কিছুতেই করা যাবে না।

(এর মধ্যে থাপা এসে পড়ে ও সংকোচের সঙ্গে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়, বিনোদ স্যার ইশারা করে হাত নেড়ে ওকে ভেতরে এসে বসতে বলেন)

কবীর,রোহন,বিমান — *(ফিসফিসিস করে)*

দেখ দখ থাপা ঠিক এসে গেছে ; দেখেছি; স্যার ওকে বসতে বলছেন ; ওর হাতে আবার একগুচ্ছ পাতা তোড়ার মত করে বাঁধা

নীনা — হ্যাঁ যা বলছিলাম — এই ব্যাপারে বাংলাদেশের এক সাংবাদিকের মন্তব্য হল, পরিবেশই হোক আর মুক্তবাজারের নামে বিশ্বলুটই হোক, জাতিসংঘের কিংবা অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য যেমন থাকে শিল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা করা, কিয়োতো প্রোটোকলের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। অ্যানেক্স- ১ এর দেশগুলো এখন এক নতুন তত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে। তারা বলছে, যেসব উন্নত দেশ পরিবেশে কার্বন ছড়ানোর মাত্রা কমাতে পারবে না তারা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে বর্ধিত পরিমাণ বনভূমি সৃষ্টি করে তাদের সৃষ্ট কার্বন গ্যাস প্রাকৃতিকভাবে শোধনের ব্যবস্থা নেবে। তারা এর নাম দিয়েছে বায়োলজিক্যাল কার্বন সিঙ্ক (biological carbon sink) যার কাজ হবে জৈব প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত কার্বন শোষণ করে নেয়া। বনভূমি, সমুদ্র, খোলা মাঠ ইত্যাদিকে তারা এখন কার্বন সিঙ্ক বলে অভিহিত করছে। কার্বন সিঙ্ক সৃষ্টির এই উদ্যোগ, যাকে 'কিয়োতো কর্মকান্ড' বলা হচ্ছে, তার কাজ হবে ব্যাপক হারে নতুন বনসৃজন, কেটে ফেলা পুরনো বনভূমি পুনরুদ্ধার, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যে সব বনাঞ্চল তা কেটে ফেলা এবং ভূমির পরিবেশসম্মত

ব্যবহার, প্রয়োজনে ভূমি-ব্যবহারের ধরন পাল্টানো ও দূষণমুক্ত উন্নয়নের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি। এগুলোকে বলা হচ্ছে, পরিবেশগত সঞ্চয়, অর্থাৎ কার্বন সৃষ্টি করে পরিবেশের যতটুকু ব্যয় করা হবে, বনভূমি সৃষ্টি করে তা পুষিয়ে দেয়া হবে। উল্টোভাবে দেখলে- আগে বনভূমি সৃষ্টি করতে হবে, হিসাব করতে হবে এই বন কি পরিমাণ কার্বন শোষণ করতে পারে, তারপর দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট দেশ কিয়োতো প্রোটোকলের শর্তের চাইতে কতটা বেশি কার্বন ছড়াচ্ছে। তখন এই আন্তঃরাষ্ট্রসরকার প্যানেল (আইপিসিসি), এ ব্যাপারে একটি আংশিক কার্বন অ্যাকাউন্টিং (partial carbon accounting) বা পিসিএ অনুসরণের পরামর্শ দেবে। এই পিসিএ অনুযায়ী 'কিয়োতো কর্মকান্ড' অনুসরণে যে সকল কার্বন সিঙ্ক তৈরি করা হবে সেগুলোর সঞ্চয়ের পরিমাণ ও বায়ুমন্ডলে মনুষ্যসৃষ্ট কার্বন-এর পরিমাণ যোগ-বিয়োগ করে একটা চূড়ান্ত কার্বন-হিসাব তৈরি করা হবে।

কবীর — বাহ্ এতো তাহলে কার্বন সমীকরণ হয়ে যাবে এবং সে হিসাবে সংশ্লিষ্ট দেশটি 'কার্বন-হিসাব' যথাযথ মানছে কিনা তাও নির্ণয় করা যাবে।

নীনা — একদম ঠিক বলেছ, সেইজন্য এ ব্যাপারে Net Zero বলে একটা শ্লোগান উঠেছে, যার মূলকথাই হল ওই কার্বন সমীকরণ। মনে রাখতে হবে, জীব ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ভাবে উপাদান আদান প্রদান চলতেই থাকবে। এ হল 'ক্লাইমেট-সায়েন্স' তাইনা? তবে ওই যে, মনে রাখতে হবে, 'ক্লাইমেট-সায়েন্স' যেমন আছে তেমনি আছে 'ক্লাইমেট-সায়েন্স' নিয়ে সংশয়বাদিতা। কারণ, শিল্পোন্নত বিশ্ব বুঝতে পেরেছে বাতাসে কার্বন কমাতে হলে তাদের উন্নতির মূলে যে শক্তি, সেই অর্থনৈতিক শক্তিতেই কোপ পড়বে। যে শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে তারা সারা দুনিয়া শাসন করে চলেছে, ইচ্ছে মতো কাঁচামালের দাম কমাচ্ছে আর শিল্পপণ্যের দাম বাড়াচ্ছে, তাদের সেই আর্থিক বল, অর্থাৎ তাদের শিল্পের মেরুদন্ডটাই তাহলে ভেঙে পড়বে। কাজেই তাদের পক্ষে বাতাসে কার্বন কমানোর চেষ্টা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তারা শিল্পের উৎপাদনও কমাবে না।

বিনোদ — হ্যাঁ, শিল্পোৎপাদন কমালে যে উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক পরিকাঠামো দুর্বল হয়ে যাবে, একথা তারা স্পষ্ট বুঝে গেছে।

কবীর — আর এই শিল্পোৎপাদনের মাত্রা ধরে রাখতে গিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানি ও পারমানবিক চুল্লি ব্যবহার এবং কাঁচামাল হিসাবে খনিজ সম্পদ বা ন্যাচারাল রিসোর্স আহরণের সীমাহীন প্রক্রিয়া তারা অব্যাহত রেখেছে।

নীনা — এই ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে নেবার ফলে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' নয় এ যেন 'গ্লোবাল হিটিং' এর দরজা খুলে গেছে।

সকলে — 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' না?
একেবারে 'হিটিং'?
কি ভয়ানক ব্যাপার!!

বিনোদ — কারণ লোহা, তামা, সীসা ইত্যাদি খনিজ সম্পদ বা ন্যাচারাল রিসোর্স আহরণের প্রক্রিয়া ভূমিধ্বস ঘটায়, জীববৈচিত্র ও বাস্তুতন্ত্র বিনাশ করে, এমনকি মাটি ও জলকেও সংক্রমিত করে, যা পরোক্ষ ভাবে অরণ্যনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সব রকম দূষণে ছেয়ে যায় এলাকা।

বিমান — কিভাবে স্যার?

কবীর — একটু যদি বুঝিয়ে বলেন

রোহন — হ্যাঁ স্যার বলুন

বিনোদ — মাইনিং প্রসেস চলার সময় যে সব রাসায়নিক ধুলি কণা বাতাসে, জমিতে মেশে তা ভয়ানক। তখন জমি আর ফসল ফলানোর উপযুক্ত থাকে না। কয়লা খনির আশপাশের আকাশ সব সময় ঘোলাটে হয়ে থাকে, কাঁচা কয়লা পোড়ার গন্ধ ও ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সেখানকার চঞ্চল নদীর ধারা পরিণত হয় নোংরা জলের খালে, কোনো মাছ বাঁচতে পারেনা সেখানে। দিনের শেষে ডাম্পার বোঝাই হয়ে মাটি খোঁড়া কয়লা চলে যায় অন্য কোনোখানে অথচ কয়লার অভাবে রান্না হয়না শ্রমিকদের ঘরে। আর, কয়েক বছর পর যখন মাটির নিচে শেষ হয়ে যাবে কয়লা, তখন কাজ হারিয়ে শ্রমিকের দল বাস্তুহারা হবে।

নীনা — এদের তো কোনো পুনর্বাসন হয় না, তখন এরা চলে শহরের দিকে কাজের আশায়। দলে দলে ভিড় জমায় শহরে, শহর তখন হাত বাড়ায় অরণ্যর দিকে নিজের পরিসীমা বাড়াতে। লোক বাড়লে ঘাটতি হয় খাদ্যে। অতএব, খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে চাই অতিরিক্ত চাষের জমি, চাই পশুপালনের জন্য চারণভূমি, তাই কেটে সাফ করে দাও বন। আবার জনবসতি বাড়লে চাই আরো বিদ্যুতের যোগান, তাই হাত পড়ে শক্তিভান্ডারে, বেড়ে চলে কার্বন নির্গমনের হার। চলতেই থাকে এই সিলসিলা।

বিনোদ — বাঙলাদেশের রামপাল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র যে কি অভিশাপ বয়ে নিয়ে আসতে চলেছে তা ভবিষ্যতই জানে।এ নিয়ে চাপান উতোর আজও হয়ে চলছে আর চলবেও।

রোহন — সুইডিস মেয়ে গ্রেটার মত এই আন্তঃরাষ্ট্রসরকারের প্যানেলসহ সারা বিশ্বের দরবারে আজ আমাদের সকলের একটাই প্রশ্ন: সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, পুনর্নবীকরণশক্তির কথা জানা থাকা সত্তেও কেন Kyoto protocol এর পঁচিশ বছর পরেও জীবাশ্ম জ্বলানীর বে-লাগাম ব্যবহারে আবহাওয়ার অবনতি ঘটল? আর বিশ্বের ওপর চেপে বসল এই জরুরী অবস্থা?

নীনা — এই অবনতির আরেক প্রমাণ ঘনঘন দীর্ঘস্থায়ী দাবানল। এর পিছনেও আছে জলবায়ু সংকটের ভূমিকা। ক্ষণস্থায়ী মৌসুমী বায়ু, অল্প বৃষ্টি, শুখনো আবহাওয়ায় জ্বলে ওঠে জঙ্গল। সাম্প্রতিক কালের অস্ট্রেলিয়ার বুশফায়ার যে কেবল বাতাসের দূষণ এগারো গুন বাড়িয়ে দিয়েছে তাই না, এর ফলে আরো সুখা মরশুম ও আরো বড় দাবানলের সম্ভাবনাকেও উস্কে দিয়েছে।

বিনোদ — তবে সাধারন মানুষকেও আরো বেশিকরে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।সবসময় সরকারকে দোষ না দিয়ে নিজেদের কাজ করার কথা, দায়িত্বর কথা ভাবা দরকার।

নীনা — সত্যি, যেমন ভ্রমণযাত্রীদের দাপটে বেড়ে চলেছে পরিবেশ দূষণ ও শব্দ দূষণ।
আমাদের আনন্দ ফুর্তি যেন আমাদের দিকে অভিশাপ হয়ে ফিরে না আসে। মনে রাখতে হবে, প্রকৃতিকে

আমরা যা দেব, প্রকৃতি তা সুদে-আসলে আমাদের শোধ করে দেবে। তাই বদলাতে হবে আমূল ভাবনা চিন্তা ও কাজ কর্মের ধরণ ধারণ। এ দায়িত্ব তো তোমাদের ।

(দরজায় নক করার শব্দ, বেয়ারার গলা "আসব স্যার")

রোহন — চলে এস,

বেয়ারা — সাব, কফি এনেছি, সার্ভ করে দি?

বিনোদ — শিওর, ... আসুন ম্যাডাম প্লিজ, আপনার কফি

(সকলে কফি, স্ন্যাক্স নিল, কাপ ডিশের আওয়াজ,)

ওকি থাপা অত পিছনে কেন? এস এস সামনে এস, আলাপ করিয়ে দি ম্যাডামের সঙ্গে, নীনাজি, এ হল আমাদের ট্যুরের সাথী সংবি থাপা। বড্ড ভাল ছেলে।

থাপা — নমস্তে জি, নমস্তে

রোহন —সংবি তোমার হাতে ওটা কি?

থাপা — আপনারা সকালে পাহাড়ে যে সব গাছের কথা বলছিলেন তার দুটা একটা 'সিডার' আর 'স্পার' আমার বাড়ির পাশের ঢালেও আছে, তারই পাত্তা আর পাহাড়ি ফুল, ম্যাডামের জন্য এনেছি,

নীনা — ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল, দাও দাও ,তুমি জান এই পাতার নাম?

বিনোদ — ম্যাডাম, বলছিলাম না, ও খুব ভালছেলে, ওর জানার আগ্রহ খুব বেশি ।

কবীর — সকালে কত প্রশ্ন করছিল .....

বিমান — তাহলে ওর আবদারটা তো এবার মেটাতে হয় স্যার

বিনোদ স্যার — ঠিক বলেছ, নিয়ে এস ল্যাপটপ.....

নীনা — তা ওর আবদারটা কি?

বিনোদ স্যার — কোয়ালা, ইগুয়ানার মত এনডেনজার্ড প্রাণী, উদ্ভিদ, ইত্যাদির সব ছবি দেখবে।

নীনা — বাহ্ বা, তাহলে শুধু সংবি কেন এস আমরা সকলে মিলেই দেখি, তবে আর এক রাউন্ড কফির সঙ্গে, কি সবাই রাজি তো?

বিনোদ স্যার – এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব !

(সকলে খুশিতে হাততালি দিয়ে সায় দেয়।)

————————————xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx————————————